দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 17 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ক্যাম্পাসগুলো এখন জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র

জরুরী অবস্থা জারির পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষায় গতি ফিরে এসেছে : হল দখল ধর্মঘট রক্তারক্তি এখন অতীত : এ পরিস্থিতিকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

শাহজাহান শুভ

দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা জারির পর বদলে গেছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চিরাচরিত চেহারা। ছাত্ররাজনীতির নামে হল দখল, প্রতিপক্ষের ওপর হামলা, কথায় কথায় ধর্মঘট, মামুলি বিষয়কে কেন্দ্র করে রক্তারক্তি, ছাত্রদের জোর করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার এখন অতীত। ক্যাম্পাসগুলো রূপ নিয়েছে জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এত শান্ত পরিবেশ কখনো ছিল না। গত ছয় মাসে শিক্ষা কার্যক্রমে গতি ফিরে এসেছে। কমেছে সেশনজট। বিরাজমান পরিস্থিতিতে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররাজনীতির রাজধানী। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিম চত্বরের রাজনৈতিক মহড়া, সেলিম চত্বরে ছাত্রনেতাদের অঘোষিত সমাবেশ আর মধুর ক্যান্টিনে জটলা পাকিয়ে আড্ডা- কিছুদিন আগেও এসব ছিল ক্যাম্পাসের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সঙ্গে মিছিল সমাবেশ, মাইকের বিকট শব্দ, ছাত্রদের অধিকার আদায়ের নামে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের ওপর হামলা। বছরের পর বছর সেই একই দৃশ্য। স্বাধীনতার আগে ও পরে চলে আসছে এমনই। তবে সম্প্রতি এ দৃশ্যের বদল হয়েছে। মধুর ক্যান্টিনের আড্ডায় এসেছে নতুন মুখ। জরুরী অবস্থা জারির পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছাত্ররাজনীতির সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন ছাত্ররাজনীতিশূন্য। অতীতের যে কোনো সময় থেকে এখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আদর্শ ক্যাম্পাস বলতে দ্বিধা নেই। দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ করে ছাত্ররাজনীতির কারণে পৃ:১৪ক:৪৫

ক্যাম্পাসগুলো এখন জ্ঞানচর্চার

১২-এর পৃষ্ঠার পর

গত দেড় যুগে প্রায় দুই বছর ক্যাম্পাস বন্ধ ছিল। শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পর ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ৬৪ জন মেধাবী ছাত্র। যাদের মধ্যে ৬২ জনই মারা গেছে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে। প্রক্টর অফিস সূত্র জানায়, গত ১৭ শিক্ষাবর্ষে অসুস্থ ছাত্ররাজনীতির কারণে ৭৮৫ দিন ক্যাম্পাস অনির্ধারিত বন্ধ ছিল। ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে সর্বোচ্চ ৯৪ দিন এবং ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে সর্বনিম্ন ১০ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। নিয়মিত ক্লাস ও ঝুলে থাকা পরীক্ষাগুলো নিয়মিত অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে গত ছয় মাসে অধিকাংশ বিভাগ সেশনজটমুক্ত হয়েছে। আগামী ৬ মাস পরিবেশ অনুকূলে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি সেশনজটমুক্ত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বিরাজমান পরিস্থিতিকে স্বাগত জানিয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র তৌহিদুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে ছাত্ররাজনীতি জাতির জন্য আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপে পরিণত হয়েছে। দেশের উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণে তা বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। তিনি বলেন, বর্তমান বিরাজমান পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কাম্য। তিনি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে ভালো পরিবেশ বিরাজ করছে। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা ক্লাস পরীক্ষা নেয়ার চেষ্টা করছি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার মাহবুব মিলন জানান, গত ছয় মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট অর্ধেকে নেমে এসেছে। বিগত বছরগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ২ থেকে ৩ বছরের সেশনজট তৈরী হয়। ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়া, শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণে গাফিলতি ও শিক্ষকদের কন্সালটেন্সির কারণে এ সেশনজট সৃষ্টি হয়। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর নিয়মিত ক্লাসের সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগে ঝুলে থাকা পরীক্ষাগুলো নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা আশা করছেন, এ পরিবেশ বজায় থাকলে কম সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজটমুক্ত হবে। বাংলা ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মোস্তফা কামাল জানান, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি ও কোন্দলের কারণে ৪ বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে আমাদের ৬ বছর লাগছে। ভিসি প্রফেসর ড. এম বদিউল আলম বলেন, গত ৬ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট অর্ধেক কমেছে। এ রকম শান্ত ও শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ থাকলে আগামী ১ বছরের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশনজটমুক্ত করা সম্ভব হবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গোলাম রব্বানী জানান, গত ছয় মাসে বদলে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা। ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি না থাকার কারণে সবাই এখন ক্যাম্পাসমুখী। নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে ক্লাস ও পরীক্ষা। প্রায় সেশনজটমুক্ত হয়েছে সবগুলো বিভাগ। এ সময়ে ক্যাম্পাসে নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড হয়েছে বলে জানান তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণমুখী শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খোলা হয়েছে নতুন দুটি বিভাগ। সম্প্রতি উদ্বোধন করা হয়েছে সাইবার সেন্টার। তাছাড়া ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে বিভিন্ন বিভাগে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মারুফ আহমেদ জানান, স্বাধীনতার পর বিগত ৩৬ বছরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর আধিপত্য বিস্তার, অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে সৃষ্ট সংঘর্ষে ১৪ শিক্ষার্থী নিহত হয়। এসব ঘটনার বিচার তো দূরের কথা আজ পর্যন্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টই প্রকাশ হয়নি। গত দেড় যুগে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির কারণে ৮১০ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। ফলে বিভিন্ন বিভাগে সৃষ্টি হয় বড় ধরনের সেশনজট। ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বদলে গেছে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার আলতাফ হোসেন জানান, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমে গতি এসেছে। ইতোমধ্যে প্রতিটি বিভাগে ক্লাসে উপস্থিতির ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। ছাত্ররাজনীতি না থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্পূর্ণ চাপমুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, ছাত্রনেতা ও দলীয় শিক্ষকদের চাপে এতদিন আমরা তটস্থ থাকতাম। এখন সে পরিবেশ না থাকায় সুন্দরভাবে কাজ করতে পারছি। ছাত্রনেতারাও ক্লাসমুখী হয়েছেন বলে জানান তিনি।

এছাড়া রাজশাহী, জগন্নাথ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমে আমূল পরিবর্তন এসেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টাররা। একই সঙ্গে কমেছে সেশনজটও।